বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ

মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং কর্পোরেট শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২১ এর কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকায় বিগত ০৬ মার্চ, ২০২১ তারিখ শনিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং কর্পোরেট শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২১ স্টাফ কলেজের অধ্যক্ষ মহাব্যবস্থাপক জনাব মীর মোফাজ্জল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আলী হোসেন প্রধানিয়া। উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকগণ, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণ, সকল কর্পোরেট শাখার উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগীয় প্রধান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়।

০২। স্বাগত ভাষণঃ

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের সভাপতি, জনাব মীর মোফাজ্জল হোসেন। বক্তব্যের শুরুতে তিনি উপস্থিত সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানান এবং ব্যস্ততার মাঝেও সময় দেয়ার জন্য প্রধান অতিথির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে কোভিড-১৯ বিরাজমান পরিস্থিতিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বিকেবি'র ব্যবসায়িক কার্যক্রমসহ সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে দীর্ঘ ৭০ বছরের পুরোনো একটি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, পূর্বে বিকেবি একক ভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ করতো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পাশাপাশি অন্যান্য সরকারী ব্যাংক, বেসরকারী ব্যাংক এবং এনজিও গুলো গ্রামিণ পর্যায়ে কৃষি ঋণ বিতরণ করছে। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এই প্রতিযোগীতামূলক বাজারে আমাদেরকে উত্তম সেবা দিয়ে টিকে থাকতে হবে। ব্যাংকের বর্তমান Balance Sheet এর আকার তার সার্বিক কাঠামোর তুলনায় অনেক ছোট। একে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত করতে হলে Balance Sheet এর আকার বৃদ্ধির বিকল্প নেই। এজন্য আরোও বেশি আমানত সংগ্রহ ও গুনগত মানসম্পন্ন ঋণ বৃদ্ধি করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, আমাদের মোট আমানতের পরিমাণ আমাদের নেটওয়ার্ক এবং জনবলের অনুপাতে অনেক কম। তিনি মনে করেন ব্যাংকটিকে লাভজনক পর্যায়ে নিতে হলে সক্ষমতা অনুযায়ী বর্তমান আমানত স্থিতি দ্বিগুন করা আবশ্যক। বর্তমান বাজারে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি Liquidity রয়েছে যা কাজে লাগিয়ে এখনই আমানত বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিকেবি'র আমানতের সিংহভাগই অধিক সুদবাহী। তাই কম সুদবাহী ও সুদবিহীন আমানতের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তিনি ব্যাংকের শ্রমশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর জোর দেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং চলমান মুজিব বর্ষে আমাদের মেধা ও শ্রম দিয়ে যেন ভাল কিছু অর্জন করতে পারি সে আশা ব্যক্ত করেন। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের (বিশেষ অতিথি) বক্তব্যঃ-

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তাঁর বক্তব্যের শুরুতে মহান মার্চ মাসের তাৎপর্য উল্লেখ করে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫-এ নিহত বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁদের বিদেহি আত্নার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি প্রধান অতিথি মহোদয়কে সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

চলমান পাতা-০২

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ বিরাজমান পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন এবং ব্যাংকের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা সমূহ অর্জনের বিষয়ে আমরা বিগতবছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশি সভা করেছি, কিন্তু প্রতিটি সভাই ছিল ভার্চুয়াল। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আজকের এই সম্মেলন প্রথম সরাসরি সম্মেলন। তাই এই সম্মেলনের গুরুত্ব অনেক। ব্যাংকের নির্ধারিত প্রণোদনা প্যাকেজের ১ম পর্বের সকল লক্ষ্যমাত্রা সময়মত শতভাগ অর্জন করায় তিনি ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই প্রণোদনা প্যাকেজের সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে বিকেবি'র মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকের সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার অর্জন পর্যালোচনা এবং অবশিষ্ট সময়ে লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। একই সাথে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দিকনির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী পর্যন্ত সরাসরি পৌঁছানো। তিনি ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আমানত সংগ্রহের জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেন, আমাদের বর্তমান আমানত স্থিতি কর্মরত জনবলের অনুপাতে অনেক কম। তিনি সুষম আমানত স্থিতি বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাংকের পারফরমিং এ্যাসেট উন্নয়নের উপর জোর দেন। তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, বর্তমান বাজারে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি Liquid রয়েছে। তাই এ সময়কে আমানত সংগ্রহের সুবর্ণ সময় হিসাবে আখ্যায়িত করেন। পাশাপাশি উল্লেখ করেন, প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যে রিফাইন্যান্স পাচ্ছি তা নির্দিষ্ট সময় পর ফেরত দিতে হবে। তাই আমরা যদি সময়মত আমানত সংগ্রহ করতে না পারি সেক্ষেত্রে পুনঃভরনের টাকা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক আর্থিক সংকটের সম্মুখিন হতে পারে বলে তিনি সতর্ক করেন।

তিনি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এপিএ চুক্তিতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সকল বিশেষায়িত ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করায় ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানান। এরপর ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এপিএ চুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং যে সকল সূচকে পিছিয়ে রয়েছি সে সকল সূচকে কিভাবে উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে বিকেবি'র ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রায় ০৮ (আট) মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়, অবলোপনকৃত ঋণ আদায়, সিএমএসএমই খাতে নতুন নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে মোটেই সন্তোষজনক নয়। বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লিখিত ইন্ডিকেটরের বিপরীতে বিকেবি কোন নম্বর পায় নাই। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্য সকলকে সতর্ক করেন। সাথে সাথে অন্যান্য সূচকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তির লক্ষ্যে সময়ানুপাতিক শতভাগ অর্জনের বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় নতুন নতুন গুণগত ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ব্যাংকের Balance Sheet এর আকার বৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের বিশেষ করে এসিডি-২ এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের সঠিক তথ্য প্রদানের জন্য মাঠ কার্যালয়গুলোকে তাগিদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, প্রধান কার্যালয় থেকে প্রতি মাসান্তে এই ঋণ বিতরণের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে ভুল তথ্য প্রদান করলে ভবিষ্যতে পুনঃভরণসহ সুদভর্তুকি প্রাপ্তিতে জটিলতা সৃষ্টি হবে।

০৩। প্রধান অতিথি মহোদয়ের বক্তব্যঃ

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই মহান মার্চ মাসের বিশেষ দিনগুলোর তাৎপর্য উল্লেখ করেন এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫-এ নিহত বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি বলেন, ২০২১ সাল আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর কারণ এ বছর আমাদের আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি হবে। পাশাপাশি মুজিব জন্মশতবর্ষ চলমান। তিনি ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে যথাযথ মর্যাদার সহিত মুজিব জন্মশতবর্ষ পালন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমাদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন এবং উত্তম আচরনের মাধ্যমে আমাদের ব্যবসা বাড়াতে হবে। এই ব্যাংকে যোগাদান করার পর বেশ কয়েকটি শাখা পরিদর্শন কালে তিনি কোন পরিদর্শন বই খুঁজে পাননি বলে জানান। তিনি ব্যাংকের সকল কার্যালয়ে একটি করে পরিদর্শন বই রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংকের Balance Sheet এর আকার বৃদ্ধির জন্য সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। এজন্য সকলকে Low/No Cost Deposit সংগ্রহের মাধ্যমে সুষম আমানত ভিত্তি তৈরী করে নতুন নতুন ভাল ঋণ প্রদানের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, সরকারী অফিসগুলোতে বিভিন্ন রকমের সরকারী বেসরকারী তহবিল থাকে, যার অধিকাংশ Low/No Cost Deposit। এজন্য ঐ অফিসগুলোর সাথে সুসম্পর্ক রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে ঋণ প্রদান করতে বলেন। এতে শুধু ব্যাংক লাভবান হবে তা নয়, পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন

চলমান পাতা-০৩

উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন এবং তা যথাযথ ভাবে অনুসরনের জন্য নির্দেশনা দেন। গ্রামিণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য গ্রামিণ এলাকায় আরও বেশি ঋণ বিতরণ করার জন্য তাগিদ প্রদান করেন। এ লক্ষ্যে গ্রামিণ জনগনের মাঝে কৃষিঋণ সম্পর্কে প্রচারণার পাশাপাশি শাখাসমূহের সেবার মান বৃদ্ধি করার পরামর্শ প্রদান করেন।

পরিশেষে, তিনি সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং তাঁকে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

০৪। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর বক্তব্যঃ-

জনাব শিরীন আখতার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি ব্যাংকের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা ও কোভিড-১৯ বিরাজমান পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। তিনি ব্যাংকের Balance Sheet এর Size বৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে সবাইকে অধিক পরিমাণে গুণগত মানসম্পন্ন নতুন ঋণ বিতরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়ার তাগিদ প্রদান করেন। তিনি ঋণ আদায় বিশেষ করে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ এর আওতায় সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত ঋণসমূহ এবং পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়ের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এ ঋণগুলো টাইম সিডিউল অনুযায়ী শতভাগ আদায় নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, ব্যাংকের NPL Management ব্যাংকের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কোন অবস্থাতেই যেন CL এর পরিমান বৃদ্ধি না পায় তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন, বর্তমানে মুজিব বর্ষ চলমান রয়েছে, তাই এই মুজিব বর্ষকে সামনে রেখে আগামী বার্ষিক হিসাব সমাপনী, জুন/২০২১ এ একটি ভালো ফলাফলের প্রত্যাশায় সক্রিয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় অনেক দক্ষতা ও আন্তরিকতা দিয়ে ব্যাংকটিকে পরিচালিত করছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা তখনই সফল হবে যখন আমরা সকলে মিলে তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথভাবে পালন করবো। অবশেষে সবাইকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

০৫। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন মহাবিভাগ) এর বক্তব্যঃ-

জনাব মোঃ আজিজুল বারী, মহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন মহাবিভাগ মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সবাইকে শুভেচ্ছা ও সালাম জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে মহান মার্চ মাসের তাৎপর্য উল্লেখ করে স্বাধীনতার মহান স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চারনেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার পরামর্শ দেন। তিনি কোভিড-১৯ বিরাজমান পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সফল বাস্তবায়নের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় আমাদের আরোও কিছু নতুন লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে যা অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে শতভাগ অর্জন করতে হবে। পাশাপাশি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের সঠিক তথ্য প্রদানের জন্য মাঠ কার্যালয়গুলোকে তাগিদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, প্রধান কার্যালয় থেকে প্রতি মাসান্তে এই ঋণ বিতরণের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। যদি আমরা এ বিষয়ে ভুল তথ্য প্রদান করি তাহলে ভবিষ্যতে পুনঃভরণসহ সুদভর্তুকি প্রাপ্তিতে জটিলতা হবে। তিনি চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

০৬। পর্যালোচনা সভায় ব্যাংকের ব্যাবসায়িক কর্মকান্ডের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ-

(ক) নিবিড় তদারকির মাধ্যমে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ২য় ও ৩য় পর্যায়ের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে এবং এ ঋণ প্রদানকালে সর্বোচ্চ গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি এ প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের সঠিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়)।

চলমান পাতা-০৪

(খ) বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দারিদ্র বিমোচনে স্বল্প সুদে ব্যাংকের ৩০০ কোটি টাকার বিশেষ ঋণ কর্মসূচি শতভাগ বাস্তবায়ন ও উহার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়)।

(গ) ২০২০-২১ অর্থবছরে আমানত সংগ্রহে নিজ নিজ লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের মাধ্যমে সামগ্রিক আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ৭৪২৯.০০ কোটি টাকা এবং জুন ২০২১ ভিত্তিক আমানত স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা ৩৫০০০.০০ কোটি টাকা অর্জন করতে হবে। Low/No Cost Deposit সংগ্রহে জোর দিতে হবে। এ লক্ষে সরকারী তহবিল সংগ্রহের জন্য মাঠপর্যায়ের শাখাসমুহকে তাদের আওতাধীন সরকারী অফিসসমূহে সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়)।

(ঘ) ঋণগ্রহীতার ঋণ প্রাপ্যতার সঠিকতা যাচাই পূর্বক Quality lending এর মাধ্যমে ব্যাংকের জুন/২০২০ এর ঋণ স্থিতি ২৩৬৮৬.০০ কোটি টাকা থেকে জুন ২০২১ এর মধ্যে ৩০৩০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়)।

(ঙ) আগামী ডিসেম্বর ২০২১ ভিত্তিক শাখাসমুহকে নিজ নিজ সিএমএসএমই লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের মাধ্যমে ব্যাংকের সামগ্রিক সিএমএসএমই ঋণের স্থিতি মোট ঋণ স্থিতির ২১% -এ উন্নীত করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়)।

(চ) বিআরপিডি-৫/২০১৯ সার্কুলারের আওতায় সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত ঋণ কেসসমূহ যথাযথ তদারকির মাধ্যমে শতভাগ আদায় করতে হবে। পাশাপাশি এতদসংক্রান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ঋণ আদায় বিভাগ, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়)।

(ছ) প্রণোদনা প্যাকেজ এসিডি-১, এসিডি-২, ও CMSME ঋণ বিতরণের সঠিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ সময়মত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের বিপরীতে পুনঃভরণ/সুদ ভর্তুকী দাবীর জন্য মাসিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়। এক্ষেত্রে কোন ভুল তথ্য প্রদান করে পুনঃভরণ/সুদ ভর্তুকী প্রাপ্তিতে সমস্যা সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/অফিসকে দায় বহন করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ও ক্রেডিট বিভাগ, প্রকা, ঢাকা)।

(জ) আগামী ৩০শে জুন, ২০২১ এর মধ্যে নিবিড় তদারকি ও যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে WCL-1 ঋণের অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং WCL-2 ও CL ঋণ লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ আদায় নিশ্চিত করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ও ঋণ আদায় বিভাগ, প্রকা, ঢাকা)।

(ঝ) দায়েরকৃত মামলাসমূহ নিষ্পত্তির জন্য নিবিড় তদারকি করতে হবে। প্রয়োজনে নিয়মিতভাবে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতে হবে। প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয় নিম্ন আদালতে মামলার ধার্য তারিখের কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট মুখ্য অঞ্চল/অঞ্চল/শাখাকে তা অবশ্যই অবগত করবে যেন ধার্য তারিখে মামলার হাজিরা কোনভাবেই ব্যহত না হয়। এছাড়া, আইন বিভাগ হতে মামলা সংক্রান্ত যে ওয়েবপোর্টাল করা হয়েছে সেখানে শাখা হতে মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি এন্ট্রি নিশ্চিত করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ও আইন বিভাগ, প্রকা, ঢাকা)।

(ঞ) জুন-২০২১ এর মধ্যে অবলোপনকৃত ঋণ ও ৫২-স্থগিত সুদ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে এবং আদায় পরবর্তীতে আয় খাতে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে । (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ও ঋণ আদায় বিভাগ, প্রকা, ঢাকা)।

(ট) নতুন আমানত হিসাব খোলার লক্ষ্যমাত্রা, নতুন ঋণগ্রহিতার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাসহ সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে। কম সুদবাহী ও সুদবিহীন আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে Deposit Mix সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে । (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়)।

(ঠ) ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। অপারেশনাল বিভাগসমূহ যে সব সূচকে পিছিয়ে আছে সে সব সূচক সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়)।

চলমান পাতা-০৫

(ড) বিকেবি'র প্রতিটি কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিয়মিত উত্তম শুদ্ধাচার চর্চা করতে হবে এবং শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রতিবেদন সমূহ যথাসময়ে কৃষি ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েবসাইটের NIS ট্যাবে আপলোড করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়)।

(ঢ) ব্যাংকের প্রতিটি কার্যালয়ে ০১ (এক) টি করে পরিদর্শন বই রাখতে হবে। ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পরিদর্শন কালে পরিদর্শন বইতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়)।

(ণ) ব্যাংকে কর্মরত সকল সিকিউরিটি পার্সোনেলকে দায়িত্ব পালনকালে অবশ্যই তাদের কোম্পানী কর্তৃক প্রদানকৃত পোশাক পরিধান করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় এবং প্রকিউরমেন্ট এবং কর্মী কল্যাণ ও পরিবহন বিভাগ, প্রকা, ঢাকা)।

(ত) রেমিট্যান্স প্রদানের প্রচার প্রচারনা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি শাখার দৃশ্যমান স্থানে ' এই শাখায় বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্সের টাকা তাৎক্ষনিকভাবে পরিশোধ করা হয়' নামীয় সাইনবোর্ড থাকা নিশ্চিত করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রেমিটেন্স বিভাগ, প্রকা, ঢাকা)।

(থ) ঢাকা বিভাগাধীন কর্পোরেট শাখাসমূহের পারফরমেন্স বিশেষ করে নতুন ঋণ বিতরণ ও শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রাসহ সকল ব্যবসায়িক লক্ষমাত্রা আগামী জুন/২০২১ এর মধ্যে শতভাগ অর্জন করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা বিভাগ)।

(দ) ময়মনসিংহ বিভাগের আমানত সংগ্রহ, শ্রেনীকৃত ঋণ ও পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়ের অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং জুন/২০২১ এর মধ্যে আমানত সংগ্রহ, শ্রেনীকৃত ঋণ ও পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়সহ সকল ব্যবসায়িক লক্ষমাত্রা অর্জনে তাগিদ প্রদান করেন। এছাড়া নেত্রকোনা অঞ্চলের সার্বিক পারফরমেন্সের উপর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং জুন/২০২১ এর মধ্যে ঐ অঞ্চলের অর্জন সন্তোষজনক পর্যায়ে না পৌছালে প্রয়োজনে মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, নেত্রকোনার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা দেন। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ এবং এইচআরএমডি-২, প্রকা, ঢাকা)।

(ধ) চট্টগ্রাম বিভাগের আমানত সংগ্রহের অর্জন ঋণাত্মক হওয়ায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং জুন/২০২১ হিসাব সমাপনীতে চট্টগ্রাম কর্পোরেট ও আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখার অর্জন সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম)।

(ন) খুলনা অঞ্চলাধীন ফুলতলা শাখার শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের জন্য বিশেষ নজরদারী করতে হবে। পাশাপাশি খুলনা বিভাগের আমানত সংগ্রহের পারফরমেন্স আরও বৃদ্ধি করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা)।

(প) বরিশাল বিভাগের আমানত সংগ্রহের অর্জনসহ পুনঃতফসিলিকৃত কৃষি ঋণসমূহ শতভাগ আদায় করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল)।

(ফ) সিলেট বিভাগ অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। এক্ষেত্রে, আদায় কার্যক্রম জোড়দার করতে হবে এবং সুনামগঞ্জ অঞ্চলের শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের গতি বাড়াতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখা ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট)।

(ব) কুমিল্লা বিভাগাধীন নোয়াখালী অঞ্চলের শ্রেনীযোগ্য ঋণ-২ আদায়ের অর্জন অত্যন্ত কম। জুন/২০২১ এর মধ্যে এ লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা)।

(ভ) ফরিদপুর বিভাগের শ্রেনীকৃত, পুনঃতফসিলিকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের আরো বৃদ্ধি করতে হবে এবং জুন/২০২১ এর মধ্যে সকল ব্যবসায়িক লক্ষমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় কার্যালয়, ফরিদপুর)।

চলমান পাতা-০৬

(ম) কুষ্টিয়া বিভাগের শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। এক্ষেত্রে আদায় কার্যক্রম জোড়দার করতে হবে। (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় কার্যালয়, কুষ্টিয়া)।

সম্মেলনের সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের সার-সংক্ষেপ পর্যায়ক্রমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই অর্থ বছর শেষ হতে আর মাত্র চার মাস বাকী। উল্লিখিত সময়ে দ্বিগুন/তিনগুন কাজ করে হলেও অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। তিনি কমসুদবাহী/সুদবিহীন আমানত সংগ্রহপূর্বক সুদ ব্যয় হ্রাস, শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়ের মাধ্যমে কাংখিত পরিমাণ শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাস, গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ বিতরণ, পর্যাপ্ত বৈদেশিক রেমিট্যান্স সংগ্রহ, ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাসের জন্য বছরের অবশিষ্ট সময়ে কার্যকর পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করার আহবান জানান। তিনি মেধার বিকাশ এবং চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটিয়ে সকলকে নিজ নিজ দায়িত্বের প্রতি মনোযোগি হতে পরামর্শ প্রদান করেন। সর্বোপরি সভার নির্দেশনাসমুহ মহাব্যবস্থাপকগণ, মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগন শাখার কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্যে প্রতিফলিত করে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। পরিশেষে, আসন্ন বার্ষিক হিসাব সমাপনীতে একটি ভাল ফলাফলের প্রত্যাশা করে উপস্থিত সকলের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং পর্যালোচনা সভার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অনুমোদনক্রমে-

২১/০৩/২০২১

(জামিল হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
বিভাগীয় দায়িত্বে

২১/০৩/২১

(মোঃ আজিজুল বারী)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পণা ও পরিচালন মহাবিভাগ

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(১০২)এমসি-০৩/২০২০-২০২১/১২৭০ তারিখঃ ২১-০৩-২০২১ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। সচিব/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। সকল প্রমোটার (উপ-মহাব্যবস্থাপক/সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৭। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১১। নথি/মহানথি।

২১/০৩/২০২১

(জামিল হোসেন)
সহকারী-মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)